দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 03 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

সরকার গঠিত ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিতে মতবিরোধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল কামিলের এফিলিয়েশনের প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

এফিলিয়েশন সংকটে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল শিক্ষা স্তর আজো স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা মান কিংবা সমমান মর্যাদা পায়নি। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ শিক্ষা স্তর দু'টিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। কিন্তু সরকারের দ্বিমুখী নীতি ও সিদ্ধান্তের ফলে ফাযিল ও কামিল পাস ছাত্র-ছাত্রীগণ মাদ্রাসায় চাকরি করার ক্ষেত্রে সমমান মর্যাদা পেলেও, শিক্ষা ও চাকরির সর্বস্তরে তা কার্যকর নয়। শিক্ষা ও চাকরির সর্বত্র মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ও আলিম শিক্ষা স্তর দু'টি এসএসসি ও এইচএসসি শিক্ষা স্তরের সমমান পেয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ও চাকরির বাজারে কার্যত ফাযিল ও কামিল শিক্ষা স্তরের ন্যূনতম মূল্যায়ন নেই। এমনকি এই সনদ দু'টির 'ডিপ্লোমা' মানও নেই। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ফাযিল ও কামিলের শিক্ষা স্তর দু'টিকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান প্রদানের পক্ষে সুপারিশ করলেও বিগত বিএনপি সরকার তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেনি। উল্লেখ্য, জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে ১৯৮৬ সালে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক ও ১৯৮৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষামান অর্জিত হয়। ইতোমধ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পেরিয়ে গেলেও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উচ্চতর শিক্ষার অধিকার কিংবা সমমান পায়নি। তবে এ সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা মান অর্জিত না হলেও কলেজ থেকে আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিষয় দু'টি তুলে নিয়ে সাধারণ শিক্ষা স্তর থেকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা অর্জনের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল কামিল

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারও এখন পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেয়নি। উপরন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর মান প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের গঠিত কমিটি এফিলিয়েশন প্রদানের নামে তৈরী করছে নতুন সংকট। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, কমিটির সদস্যবৃন্দ মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল স্তর দু'টির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মান প্রদানের ক্ষেত্রে এফিলিয়েশন প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথক আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনে মাদ্রাসা শিক্ষা অনুষদ নামে ফাযিল-কামিলের উচ্চশিক্ষা তত্ত্বাবধানের প্রস্তাবও তারা কমিটির কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু কমিটির চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার এফিলিয়েশনের বিষয়টি কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়াটাই তার এই অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ বলে জানা গেছে। কমিটির অনেক সদস্য চেয়ারম্যানের এই প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা করছেন। বিরোধিতাকারী ইসলামী শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়েই যদি মাদ্রাসা ছাত্রদের এফিলিয়েশন নিতে হয়, তবে সেটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাধা কোথায়? ইসলামী শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব হারিয়েছে। অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া এখন আর কোন পার্থক্য অবশিষ্ট নেই। ফলে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার এফিলিয়েশনের বিষয়টি যুক্ত হলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া রয়েছে দূরত্বের প্রতিবন্ধকতা ও রাজনৈতিক হয়রানির আশঙ্কা।

এদিকে ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গঠিত কমিটির কার্যকলাপে ভীত হয়ে ইতোমধ্যে ইসলামী শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবীতে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন লিফলেট ছাপিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন আন্দোলনের নামে এক লিফলেটে বলা হয়েছে, সরকার মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। সরকারী মাদ্রাসার শূন্যপদে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। লিফলেটে ঢাকায় এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ কলেজসমূহে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পুনঃঅনুমোদন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের দাবী জানিয়েছে। তারা দ্বীনি শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার মানে উন্নীত করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে।